



**USAID**

আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে



**World Vision**

“উন্নয়ন অথযাত্রায় পানির ন্যায্যতা”



August 1-2, 2019, Khulna University

**Khulna Declaration 2019**

খুলনা ঘোষণা ২০১৯



Organized by

Coastal Water Convention 2019 Committee





द्वितीय राष्ट्रीय पारि जलमेलन २०१९  
COASTAL WATER CONVENTION



# Khulna Declaration 2019

খুলনা ঘোষণা ২০১৯

Coastal Water Convention 2019 Committee

## **2<sup>nd</sup> Coastal Water Convention 2019**

Organized by:

**2<sup>nd</sup> Coastal Water Convention 2019 Organizing Committee**

Publication Support:

**Nobo Jatra Project, World Vision Bangladesh**

**The declaration is prepared based on the findings from the consultation in 2<sup>nd</sup> Coastal Water Convention 2019 in Khulna**

This declaration is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of World Vision Bangladesh and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

For further info:

**Coastal Water Convention Secretariat: [secretariat.cwc@gmail.com](mailto:secretariat.cwc@gmail.com)**

## মুখবন্ধ

সারা বিশ্বে, আনুমানিক ৭৮০ মিলিয়ন মানুষ এখন নিরাপদ সুপেয় পানি এবং ২.৪ বিলিয়ন মানুষ মৌলিক স্যানিটেশন বঞ্চিত; যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩২% এর বেশি। অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও, দক্ষিণ এশিয়ায় ৬১০ মিলিয়ন মানুষ এখনও খোলা জায়গায় পায়খানা করে এবং ১৩৪ মিলিয়নেরও বেশি লোক সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে এশিয়ায় ৬৮-৮৪% সুপেয় পানির উৎস দূষিত (দূষণের কারণ আয়রন, আর্সেনিক ও লবণ ইত্যাদি) এবং স্কুলসমূহে অপরিষ্কার পানি, স্যানিটেশন ও মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনার অভাবে স্কুলগামী কিশোরীদের উপস্থিতির হার একটি বিশেষ সময়ে কমছে।

সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধার অনুপস্থিতি শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য গুরুতর বাধা। বর্তমানে দেশে ৫ বছরের কম বয়সী ৩৬% শিশু অপুষ্টি এবং ৪৬% খর্বাকৃতি রোগে ভুগছে যার অন্যতম মূল কারণ সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাব। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নিরাপদ সুপেয় পানি ২৪% এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ৯% খর্বাকৃতি কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও ৭০

## Preface

Approximately 780 million and 2.4 billion people are deprived from safe drinking water and basic sanitation respectively; which is more than 32% of total world population. Despite significant progress, 610 million people of South Asia still practice open defecation and more than 134 million people are still deprived from safe drinking water. At present 68-84% sources of safe drinking water are polluted (prime reasons of pollution are iron, arsenic contamination and salinity etc.) and school attendance of adolescent school girls during a certain time of the month is significantly decreasing due to inadequate water supply, sanitation and lack of menstrual hygiene management.

Lack of safe drinking water and safe sanitation facilities poses a serious threat to the future development of Bangladesh. Currently, our country has 36% and 46% of children under age 5, suffering from

বিলিয়ন মানুষ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়, যাদের একটি বড় অংশ উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করে। ক্রমবর্ধমান সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং মাটিতে আর্সেনিক দূষণ সশ্রমী মূল্যের নিরাপদ সুপেয় পানি প্রাপ্তির উৎসকে ঝুঁকিতে ফেলেছে।

পানি মানুষের মৌলিক মানবাধিকার এবং একক পণ্য হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। জীবন ও মানব স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য পানি অপরিহার্য। উপকূলীয় এলাকার মানুষের পানির অধিকার জোরদারের দাবীতে এই এলাকায় কর্মরত সংগঠনসমূহের যৌথ উদ্যোগে ১ ও ২ আগস্ট ২০১৯-এ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় উপকূলীয় পানি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

malnutrition and stunting respectively. Research says, safe drinking water can help decreasing 24% and safe sanitation can decrease 9% of stunting. Apart from this, around 70 million people are climate affected in Bangladesh, of who many are living in coastal area. Due to ongoing sea level rising, salinity infiltration and arsenic contamination on ground level, the sources of safe drinking water with affordable market price are at risk now.

Water is one of the basic human rights of human being and most important resource as a single product. Water is essential for human lives and public health, economic development, food security, poverty reduction and sustainable environmental development. To strengthen the right to water for coastal people, Second Coastal Water Convention has been jointly organized on 1 & 2 August 2019 by the organizations working in these coastal areas at Khulna University.

## দুইদিনের সম্মেলনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি, অপরিষ্কৃত নোনা পানিতে বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে পানি প্রতিবেশ ও বিশেষত সুপেয় নিরাপদ পানির উৎসসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি পুকুরসমূহ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে খাবার পানির উৎসমূহ কমে আসছে এবং পানির জন্য সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ঈর্ষণীয় সাফল্যের পরেও বহুলাংশে জনগোষ্ঠি খোলা জায়গায় পায়খানা করছে। এই দুই ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধানে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে সম্মেলনে অবহিত করা হয়। অপরদিকে এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড়সহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বাড়ছে; যা উপকূলে বাঁধসমূহকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ফলে

## Identified issues in two days long 2<sup>nd</sup> Coastal Water Convention 2019

Adverse effects of climate change, unplanned and commercialized shrimp cultivation in saline water are badly affecting the environment, water situation specially the sources of safe drinking water! A trend of commercial utilization of the ponds owned by government and non- government agencies/ private owners, is being noticed. As a result, sources of safe drinking water is decreasing and suffering of coastal people for water is increasing. Despite country's significant success in its journey to zero open defecation, a major portion of population is still habituated to defecate in open places. But, representatives of Bangladesh Government had claimed that both the areas are addressed properly and necessary measures have been taken to minimize the challenges. On the other hand, these coastal areas are being affected by cyclones and other natural disasters are increasing in quite regular basis, that it is bringing sustainability of the

লবণ পানিতে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতি স্বত্বেও, উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলে অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাব রয়েছে। পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যার সমাধানে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সামান্য। জলবায়ু সহনশীল কৃষির সম্প্রসারণে উদ্যোগ কম। সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ পানির সমস্যা সমাধানে সরকারের বিশেষ বরাদ্দের কথা অবহিত করেন, যা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে বলে জানানো হয়।

embankments of these areas under great risk. As a result, new and more areas are being flooded with saline water. But, the country is yet to see adequate allocation in national budgets for the betterment coastal area even these go through these unfavorable situations constantly. Department of Public Health Engineering (DPHE) is lack of adequate human resources for coastal areas. Investment of non-government sector is significantly low to solve the water and sanitation crisis. Number of initiatives for climate adaptable agricultural extension is also not meeting the demand.

Invitees in the convention discussed about special allocation of government to solve the water crisis and assured about it's soonest implementation.

Khulna Declaration 2019

খুলনা ঘোষণা ২০১৯



All kinds of development plans for coastal areas should be developed considering water as a 'basic element' instead of only a 'resource'

পানিকে শুধুই 'সম্পদ' বিবেচনা না করে প্রতিবেশের একটি 'মৌলিক উপাদান' বিবেচনায় নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।





To reduce existing water crisis, a separate policy and work plan should be formed considering the sensitive environmental situation of mentioned area in a long term basis so that the present and future generations get sustainable benefits.

উপকূলীয় এলাকার সংবেদনশীল প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান পানি সংকট নিরসনে প্রাজ্ঞনিক সমাধানে স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।





Existing laws and practices of leasing the natural and District Administration owned water bodies for surface water should be amended and preserved as the sources of drinking water, agricultural irrigation, household works etc. Relevant and necessary law, act and policy should be formed in this regard and implementation of those policy should be ensured under an integrated management of respective ministry of government

এই অঞ্চলের ভূ-উপরিষ্ণ পানির উৎসসমূহ তথা প্রাকৃতিক এবং রাষ্ণীয় জলাধারসমূহ (পুকুর, খাল, ইত্যাদি) লিজ প্রদানের প্রথা/আইন বাতিল করে এগুলো খাবার পানি, কৃষ্ণি-সেচ, ঘর গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিষয় সরকারের একক মন্ত্রনালয়ের অধীনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।





A detail and sustainable work plan should be initiated considering the integrated and overall water management in coastal area, tidal flow, environment and surroundings, biodiversity, lives and livelihood of coastal people, culture and tradition. Necessary human resources should be engaged and active participation of local people will have to be ensured to implement the plan.

উপকূলীয় অঞ্চলের সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনা, জোয়ার ভাটা প্রবাহ, পরিবেশ-প্রতিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য, উপকূলীয় জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিবেচনায় নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে লোকজ্ঞান ও স্থানীয় মানুষের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।





Nature of water flow and environmental as well as climate change facts should be taken into consideration while building all kind of infrastructures in these areas.

সকল প্রকার অবকাঠামো নির্মাণে এই অঞ্চলের পানি প্রবাহের গতি-প্রকৃতি ও পরিবেশ-প্রতিবেশগত ক্রিয়া-বিক্রিয়া বিবেচনায় আনতে হবে।





Effective measures should be taken by Local Government Division (LGD) for ensuring safe drinking water supply in these rural areas. Considering the disasters these areas are continuously affected by, more than adequate allocation should be ensured in national budget. DPHE should increase the capacity of human resource through increasing it. Union and village level WATSAN committee and capacity building of caretakers of water sources should be under the direct supervision of DPHE.

স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনপদে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করার জন্য কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। সারা দেশের মতো নয়; বরং উপকূলের জন্য বাড়তি বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জনবল বাড়ানোর মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং পানির উৎসের কেয়ারটেকারদের সক্ষমতার দিকটি সরাসরি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে রাখতে হবে।





Manmade water logging and initiative to preserve saline water sources should be completely stopped and necessary government initiatives will have to be ensured to protect drinking water sources from saline water pollution. Water-focused unplanned commercialization; specially shrimp cultivation should be stopped.

মনুষ্যসৃষ্ট জলাবদ্ধতা এবং নোনাপানির সংরক্ষণের উদ্যোগগুলো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে এবং স্বাদু পানির জলাধারগুলোকে নোনা পানির দূষণ থেকে নিরাপদ রাখার জন্য সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পানিকেন্দ্রীক অপরিকল্পিত বাণিজ্য; বিশেষ করে চিংড়ি ঘের বন্ধ করতে হবে।





River flow should be free and swamp and canals should have a fluent and clear connection with rivers to prevent water logging.

জলাবদ্ধতা রোধে নদীগুলোকে অবমুক্ত করতে হবে এবং বিল ও বাওড়গুলির সাথে নদীর সংযোগকে সাবলীল করতে হবে।





A 'Parliamentary CAUCUS Group' should be formed consisting 14 Members of Parliament of Khulna, Shatkhira and Bagerhat, who will continue discussion in parliament as well as other relevant networks for effective solution to coastal water crisis.

উপকূলীয় পানি সমস্যার সমাধানকল্পে এ অঞ্চলের ১৪ জন সংসদ সদস্যের সমন্বয়ে 'পার্লামেন্টারি ককাস গ্রুপ' গঠন করতে হবে; যারা সংসদে এ বিষয়ক আলোচনা অব্যাহত রাখবেন।





Initiatives and necessary measures should be taken to bring the poor people of coastal areas under sanitation coverage. Program should be planned and implemented to discourage open defecation. Allocation for toilet should be increased by Union Parishad for poor and extreme poor people. Access to low price sanitation should be available.

উপকূলের দরিদ্র মানুষকে স্যানিটেশনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খোলা জায়গায় পায়খানাকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ল্যাট্রিন বরাদ্দ বাড়াতে হবে। স্বল্প মূল্যের স্যানিটেশন প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে হবে।





Non-government organization should take one step ahead to deal with this coastal water and sanitation crisis. Business organizations working in coastal areas should allocate budget for water and sanitation as part of their Corporate Social Responsibilities (CSR).

উপকূলের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংকট মোকাবেলার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোতে এগিয়ে আসতে হবে।  
উপকূলে কাজ করে এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পানি ও  
পয়ঃনিষ্কাশন বাবদ বরাদ্দ রাখতে হবে (সিএসআর)।





'Faecal Sludge Management' should be emphasized to protect water sources and environment from pollution.

পানির উৎসমূহকে দূষনের হাত থেকে রক্ষার জন্য এবং পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায়  
'মলুষ্যমল ব্যবস্থাপনা'র প্রতি জোর দিতে হবে।





Above all, a coordination team should be formed consisting State representatives, government, non-government sectors to protect water and surrounding environment. Through this team proper plan should be developed and effective measures should be taken for its implementation.

সর্বোপরি, পানি প্রতিবেশ রক্ষায় সরকারি, বেসরকারি খাতসহ সকলকে সাথে নিয়ে একটি সমন্বয় দল গঠন করতে হবে। যার মাধ্যমে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।





“উৎসম্ভাষণে পানির মতো”

দ্বিতীয় উপকূলীয় পানি সম্মেলন ২০১৯

সমাপনী অধিবেশন ও খুলনা ঘোষণা

2nd  
COASTAL WATER  
CONFERENCE

Organized by: Coasta

2019 Committee





RSVP:

01730037099, 01711840913, 01709673795  
secretariat.cwc@gmail.com

This declaration is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of World Vision, Inc. and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.